'মাসী কই' 'মাসী মাই' 'আয় মাসী দেখে যাই',
গোঁসাই ডাকিতে লাগিলেন।।
সূর্য্যনারায়ণ এসে, দন্ডবৎ হ'য়ে শেষে,
করজোড়ে রহে দাঁড়াইয়া।
গোঁসাই কহেন 'মাসী, তোরে বড় ভালবাসি,
মাসীমাকে দেহ ডাকাইয়া।।
পাতলার মাসী যিনি, তাহারে কর রাঁধুনি,
শীঘ্র তাড়াও গৌরের মেয়ে।
বাজারে হ'য়েছে টান, পাতলা পাত দোকান,
ক্রয়বান ফিরিয়া না যাবে।।'
সূর্য্য হ'য়ে অতি ত্রস্ত, এনে এক নব বস্ত্র,
গোস্বামীকে দিল পরাইয়া।
লেংটী পড়িয়াছিল, তারক তুলিয়া নিল,
লইলেন মস্তকে বাঁধিয়া।।
গোস্বামী বলে ডাকিয়া, 'সকলে লহ ভাগিয়া',
লেংটী ধরি করে কাড়াকাড়ি।
সবে করে ধরাধরি, একটু একটু করি,
সকলে সে লেংটী নিল ফাঁড়ি।।
কেহ গলে ঝুলাইল, কেহ মস্তকে বাঁধিল,
প্লীহা কি যকৃত ছিল যার।
কার ছিল কাশিজ্বরা, ধারণ করিল যারা,
দুইদিনে রোগারোগ্য তার।।
বসন ফেলিয়া দিয়ে, গোঁসাই উলঙ্গ হ'য়ে,
সে সময় যাত্রা করিলেন।
মেয়েলোক যত ছিল, গোস্বামীর কাছে এল,
প্রণামী শ্রীপদ সেবিলেন।।
গোঁসাই উলঙ্গবেশে, গোলোক বিশ্বাস এসে,
এমন সময় উপনীত।
গোস্বামীর পদধরে, মেয়েরা রোদন করে,
দেখিয়া গোলোক চমকিত।।
গোলোক বিশ্বাস কাঁদে, ধরিয়া গোস্বামী পদে,
গোঁসাই কহিছে 'রে গোলোক।
যাইতাম তোর ঘরে, তুই নিলিনা আমারে,
দেখিলে নিন্দিবে যত লোক।
তোর বাড়ী যত নারী, তাহারা লজ্জিত ভারি।
নির্লজ্জ লোকের বাড়ী যাই।।
মাসী বড় ভালবাসে, আসিয়া মাসীর বাসে,
মাসীমার হাতে ভাল খাই।।'
সূর্য্যনারায়ণ পরে, তামাক সাজিয়া ধরে,
হুকা নাহি নিলেন গোঁসাই।
কলিকা উঠায়ে নিয়ে' তা'র অগ্নি ফেলে দিয়ে,
তামাক রাখিল মাত্র তাই।।
তামাক হাতে রাখিয়া, সূর্য্যনারায়ণে দিয়া,
বলে মাসী যতনে রাখিস্।
কি ঘটে কা'র কপালে, উপকার হ'বে কালে,
খাইলে সারিয়া যাবে বিষ।।'
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, পান কর অবিরত,
খাইলে খন্ডিবে ভবক্ষুধা।
দীনহীন এ তারক, সুধাপিতে অপারক,
হরিলীলা সুধাধিক সুধা।।

অভিন্নাত্মা দ্বিপুরুষের একসঙ্গে মৃত্যু ও দাহন

গোঁসাই যাত্রা করিল, পদুমা গ্রামে আসিল,
ফেলারাম বিশ্বাসের ঘরে।
শিরোমণি জ্যেষ্ঠপুত্র, আত্মা তার সুপবিত্র,
ফেলারাম নাম তেহ ধরে।।
গাছবাড়িয়া নিবাস, নামে চৈতন্য বিশ্বাস
তার পুত্র কুশাই নামেতে।
কুশ আর ফেলারাম, দুইজনে গুণধাম,
মত্ত হন প্রভুর প্রেমেতে।।
দুইজন একতরে, হরিনাম করে ফেরে,
একসঙ্গে শয়ন ভোজন।